অপর মামলা নং ১১৫/২০১৮

ক্রমিক ও তারিখ	আদেশ	
২৩ ২৬/০৭/২০২২	অদ্য সোলেনামা বিষয়ে শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদীপক্ষ আদালতে হাজির। বাদী ও ২৯ নং বিবাদীপক্ষ বিগত ০৮/০২/২০২২ খ্রিঃ তারিখে এফিডেভিট সহযোগে একখানা সোলেনামা দাখিল করেছেন। যা নথিতে সামিল পাওয়া গিয়াছে। অদ্য উক্ত সোলেনামা বিষয়ে বাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি কে শ্রবন করলাম। অতপর নথি সোলেনামা বিষয়ে আদেশের জন্য নেওয়া হলো। দাখিলী সোলেনামা সহ রেকর্ড পর্যালোচনা করলাম। বাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি নিবেদন করেন যে, অত্র মামলা চলাবস্থায় বাদী ও ২৯ নং বিবাদীপক্ষের মধ্যকার তর্কিত বিষয় স্থানীয়ভাবে আপোষ মীমাংশা হয়েছে। এখন উভয়পক্ষ তাহাদের মধ্যকার সম্পাদিত সোলেনামা অনুসারে অত্র মামলার ডিক্রিমূলে নিষ্পত্তির প্রার্থনা করেন। বিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি উভয়পক্ষের মধ্যকার আপোষ মীমাংসার বিষয়টি স্বীকার করেছেন এবং বিবাদীপক্ষ কথিত সোলেনামায় স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে স্বাক্ষর করেছেন মর্মে জানিয়েছেন। বাদীপক্ষে ৬ নং বাদী আব্বাস আলী আব্বাস সোলেনামার সমর্থনে PW-1 হিসাবে জবানবন্দি প্রদান করেছেন। বিবাদীপক্ষ তাকে কোন জেরা করেননি। একইভাবে, বিবাদীপক্ষে ২৯ নং বিবাদী মোঃ জাহাঙ্গীর আলম সোলেনামার সমর্থনে DW-1 হিসাবে জবানবন্দি প্রদান করেছেন। বাদীপক্ষ তাকে কোন জেরা করেননি। উভয়পক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত গত ০৮.০২.২০২২ খ্রিঃ তারিখের সোলেনামা পর্যালোচনা করলাম। সোলেনামায় বর্নিত আপোষের শর্তসমূহ সুষ্ঠু, বৈধ, বাধ্যকর ও কার্যকর মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। আরো প্রতীয়মান হয়েছে যে, উভয়পক্ষ স্বেচ্ছায় অত্র মামলা আপোষে নিষ্পত্তির ইচ্ছা প্রকাশ করেছে এবং দাখিলীয় ষোলেনামা উভয়ের মধ্যেকার বৈধ সমোঝতারই প্রতিফলন। সার্বিক বিবেচনায় দাখিলী সোলেনামা অত্র আদালত কর্তৃক গৃহীত হলো। প্রতীয়মান হয় যে, অত্র মোকদ্দমা ষোলেসূত্রে নিষ্পত্তিযোগ্য। প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক। অতএব, আদেশ হয় যে, ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ২৯ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে সোলেসূত্রে এবং অপরাপর বিবাদীগণের বিরুদ্ধে এক-তরফা সূত্রে সোলেনামার শর্ত মোতাবেক ডিক্রী প্রদান করা হলো। দাখিলী **০৮/০২/২০২২** ইং তারিখের সোলেনামা অত্র ডিক্রীর একাংশ গন্য করা হলো । এই মর্মে ঘোষনা করা যাচ্ছে, নালিশী ১(ক) তফসিল বর্ণিত ১০ শতক ভূমিতে বাদীগনের উত্তম ও অপরাজেয় স্বত্ব রহিয়াছে এবং উক্ত ভূমি সংশ্লিষ্ট বি.এস ২১ নং খতিয়ানে বাদীগনের পিতার নামে জরিপ না হয়ে বিবাদীদের পূর্ববর্তীর নাম ভুল ও অশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, যা যথারীতি বে-আইনী ও অকার্যকর এবং উহা বাদীগনের উপর বাধ্যকর নয়। আমার স্বহস্তে লিখিত ও সংশোধিত মোঃ হাসান জামান সিনিয়র সহকারী জজ সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত পটিয়া, চট্টগ্রাম। মোঃ হাসান জামান সিনিয়র সহকারী জজ সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত পটিয়া, চট্টগ্রাম।	